হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখনই পৃথিবীর সংশোধনকল্পে কোন নবী-রসূল ও মা'মূর প্রত্যাদিষ্ট হন, তখন ধর্ম ও সত্যের বিরোধীদের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার, প্রতারণা, অসাধুতা প্রভৃতি শয়তানি অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

"আর আমরা রসূলদেরকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়ে থাকি এবং যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে তারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে, যেন এর মাধ্যমে তারা সত্যকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল সেটিকে তারা উপহাসের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে।" *(সূরা কাহ্ফ ঃ ৫৭)*

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"পরিতাপ! বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসে নি, যার প্রতি তারা উপহাস না করেছে।" *(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১)*

কুরআন করীম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অমনি তাঁর (আ.) বিরোধিদের পক্ষ থেকে বিরোধীতার ঝড় বইতে শুরু করল। আর এই কাজ বিগত প্রায় একশত ত্রিশ বছর ধরে চলমান। কিন্তু এই সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী ও শত্রু পক্ষের শত অপচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক জামা'ত উত্তরোত্তর অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে চলেছে, আর বিরোধীদেরকে ঐশী কোপানল ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার মুখ দেখতে হচ্ছে। 'জামাতী ইসলামী' দলের একটি পত্রিকা 'আল মুনীর' ১৯৫৬ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যাতে এ কথা অকপটে স্বীকার করে:

"আমাদের কতক সম্মানিত, মান্যগণ্য, বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের তাবৎ শক্তি সামর্থ্য দিয়ে কাদিয়ানীয়্যাতের মোকাবিলা করেছে কিন্তু এই সত্য সকলের সম্মুখে প্রতীয়মান যে, কাদিয়ানী জামাত পূর্বের তুলনায় আরো দৃঢ়তা লাভ করেছে। মির্যা সাহেবের মোকাবিলায় যারা দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝে অধিকাংশই তাকওয়া, তা'আল্লুক বিল্লাহ্ (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন), নিষ্ঠা, জ্ঞান এবং প্রভাব প্রতিপত্তির বিবেচনায় পাহাড় সমান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। সৈয়্যদ নাযির হুসেন দেহলভী, মওলানা আনোয়ার শাহ্ দেওবন্দী, মওলানা ক্বাযী সুলায়মান মানসুরপুরী, মওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি, মওলানা আব্দুল জাব্বার গজ্নভী, মওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী এবং আরো অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলেমদের (রাহিমাল্লাহু ওয়া গাফারা লাহুম) ব্যাপারে আমাদের সুধারণা হলো এই যে, এই বুযুর্গ আলেমরা কাদিয়ানীয়্যাতের বিরোধিতায় অত্যন্ত তৎপর ছিলেন আর তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই বেশি ছিল যে, মুসলমান সমাজে তাদের সমতুল্য খুব কম লোকই ছিল। যদিও এই কথাগুলো শুনতে এবং পাঠকের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে তবুও আমরা এই তিক্ত সত্য প্রকাশে নিরুপায় যে, এই সমস্ত প্রসিদ্ধ বড় বড় আলেমদের তাবৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাদিয়ানী জামাতের ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে।" (আল মুনীর, লায়লপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ইং)

হযরত আকদাস্ মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের বিরোধীদের ব্যর্থতা এবং শোচনীয় পরিণামের ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে জামাতের বিগত ১২৮ বছরের ইতিহাস। মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী, পণ্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম প্রমূখ বিরোধীদের থেকে শুরু করে এ যুগের ফেরাউন জিয়াউল হক পর্যন্ত এবং তারপরে আরো কিছু মিথ্যাবাদী ও কাফের আখ্যাদানকারীদের পরিণতির ঘটনা বর্ণনা করা সীমিত পরিসরে সম্ভব হবে না। কাজেই দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন বিরোধীর পরিণাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি:
বিরোধীদের মাঝে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতা হিসেবে পরিচিত এবং 'ইশা'আতুস সুন্নাহ্' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভীর নামটি সর্বপ্রথমে আসে। সে তার পত্রিকা ইশা'আতুস সুন্নাতে এই ঘোষণা দিয়েছিল, "আপন বৈশিষ্টের কারণে এই ফিত্নাকে (না'উযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে) অপনোদন, এর মূলোৎপাটন এবং এর বর্তমান জামাতকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো ইশা'আতুস সুন্নাহ্ পত্রিকার দায়িত্ব"। *(ইশা'আতুস সুন্নাহ্ , ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৩, ১৮৯২ ইং)*

এমনকি সে একথাও বলেছিল যে, "আমি মির্যাকে সুখ্যাতির চূড়ায় উঠিয়েছি আর আমিই তাকে ভূপাতিত করব"। তখন খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামের মাধ্যমে এই শুভ-সংবাদ দান করেন : **"ইন্নি মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা"** অর্থাৎ– 'যে ব্যক্তি তোমাকে অপদস্থ করতে চাইবে আমি তাকে অপদস্থ করব।' সুতরাং ইতিহাস স্বাক্ষী মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী তার এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কেবল ব্যর্থই হয় নি বরং তাকে জীবনের গোধূলীলগ্নে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সইতে হয়েছে। আর তার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয়েছে যে, আমার ছেলেরা নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। আমার সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজন শরীয়ত পরিপন্থী এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা থেকে অস্বীকারে অটল রয়েছে। কেউ কেউতো আমার মুখের উপরে সোজা সাপটা বলে দিয়েছে যে, তুই আমাদের পিতা না এবং কেউ কেউ অগোচরে বলে যে, এই ব্যক্তি আবার আমাদের কেমন পিতা?" *(ইশা'আতুস সুন্নাহ্, ২২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৪)*

মৌলভি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী:
বিরোধীদের তালিকাতে এরপরেই আহ্লে হাদীসের আলেম মৌলভি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর নামটি চলে আসে। সে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আহমদীয়া জামাতের চরম বিরোধীতা করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের বিরোধীতামূলক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সময় সে 'আখবারে উকিল' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখে যে, "আমাকে কেউ বললে আমি খোদা তা'লার নাম নিয়ে এই কথা বলতে প্রস্তুত যে, মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হলে মির্যার রচিত সকল বই পুস্তক সমুদ্রে নয়তো জ্বলন্ত কোন চুলাতে যেন ছুঁড়ে ফেলে। শুধুমাত্র এতটুকুই নয় বরং ভবিষ্যতে কোন মুসলমান অথবা কোন অমুসলমান ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিংবা ইসলামের ইতিহাসে যেন তাকে স্থান না দেয়"। *(আখবারে উকিল, ১৩ই জুন ১৯০৮)*

কিন্তু খোদা তা'লার অমোঘ ও চিরন্তণ তক্দীর অনুযায়ী আত্মমর্যাদা তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য যেন আবারো জেগে উঠল। অসংখ্য গ্রন্থে সাজানো মৌলভি সাহেবের গ্রন্থসম্ভার সে নিজের চোখের সামনে মুহূর্তেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছে। আর তাই নয় বরং এই ঘটনা তার জন্য এতটাই পীড়াদায়ক ছিল যে, সে এই ব্যথা বেশী দিন বয়ে চলতে পারে নি; এমনকি তা তার মৃত্যুর কারণ সাব্যস্ত হয়েছিল।

সুতরাং মৌলভি আব্দুল মজীদ সাহেব সোহ্রাওয়ার্দি দেশ বিভাগের গণ্ডগোলের সময় অমৃতসরের অবস্থার বিবরণ শেষে মৌলভি আব্দুল্লাহ্ সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী সম্পর্কে সীরাতে সানায়িতে এভাবে বর্ণনা করেন: "মৌলানা সাহেব শহরের শীর্ষস্থানীয় বিত্তবানদের অন্যতম। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র তার বাড়িতে ছিল। হাজার হাজার টাকা নগদ আর সহস্র টাকার অলংকারাদি সিন্দুকে গচ্ছিত অবস্থায় ছিল। হাজার হাজার টাকার বই পুস্তক ছিল। মূল্যবান কাগজপত্রের কোন কমতি ছিল না, কিন্তু মৌলানা সাহেব কোন কিছুকেই আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তার জীর্ণশীর্ণ পোশাকের পকেটে পঞ্চাশ টাকা ছিল মাত্র। এই অবস্থাতেই পরিবার পরিজনসহ সেই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। বাড়ি ছাড়া মাত্রই একদল বখাটে লুটেরা ছেলে হামলে পড়ে আর তারা শুধুমাত্র সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় ওঁত পেতে ছিল। তারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই সবাই একসাথে সমস্ত অলংকারাদি, প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তাবৎ জিনিসপত্র লুটপাটের পরে তার প্রাসাদতুল্য ঐ বাড়িটির প্রতি তাদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ল । সারা জীবনের চেষ্টা, শ্রম ও উপার্জনের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা বহু দুর্লভ এবং মহামূল্যবান বই পুস্তকের সম্ভারে সাজানো তার সেই বিরাট গ্রন্থাগারটি তারই সামনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বই পুস্তক জ্বলে যাওয়ার দু:খ তার কাছে একমাত্র সন্তানের শাহাদাতের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এগুলো তার সারা জীবনের সঞ্চয় ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু অত্যন্ত দুর্লভ ছিল বরং দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। এই যন্ত্রণা তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে তার মৃত্যুর কারণ বলতে দু'টি কারণই ছিল, প্রথমত: একমাত্র সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু এবং দ্বিতীয়ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্ভার হারানোর যন্ত্রণা। অতএব এই দুইটি যন্ত্রণা স্বল্প সময়ের মধ্যে তার জীবননাশী সাব্যস্ত হয়েছিল।" *(সীরাতে সানাঈ, পৃষ্ঠা: ৩৯০)*

যে ব্যক্তি হযরত আক্দাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তাবৎ বই পুস্তক জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল সেই ব্যক্তির গ্রন্থাগার জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। এক কথায় একই বিষয় তার জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল। এটিই ঐশী তকদীর। ঐশী সমর্থন সর্বদা ঐশী পুরুষরাই লাভ করে।

আব্দুল্লাহ্ আথম:
পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি যে ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য ১৮৯৩ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাথে মুনাযেরা (ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ) করেছিল, যা "জঙ্গে

মুকাদ্দাস" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রয়েছে। এই মুনাযেরাতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের নিরঙ্কুষ বিজয় দান করেছেন। এই পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম তার রচিত 'আন্দ্রুনা বাইবেল'-এ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। এর ফলে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূল প্রেমের আবেগে আপ্লুত হয়ে খোদা তা'লার দরবারে ফরিয়াদ জানান, আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট ইলহামের মাধ্যমে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ

"বিতর্কের দিন থেকে এক মাস গণনা করে পনের মাস সময়ের মধ্যে তাকে হাবিয়া (দোযখে)-তে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে সীমাহীনভাবে অপদস্থ হবে। তবে তা কেবলমাত্র সত্যেরপানে প্রত্যাবর্তন না করার শর্তেই প্রযোজ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য খোদায় বিশ্বাসী তাঁরই সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে।" *(জঙ্গে মুকাদ্দাস, সর্বশেষ বিলিপত্র, রুহানি খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯১,২৯২)*

এই ভবিষ্যদ্বাণী এতটাই ভীতিপ্রদ ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ আথম আতঙ্কিত হয়ে গেল। এটি ছিল সত্যের প্রতি নতি স্বীকারের সূচনা মাত্র। আর এর পরে মৃত্যু অবধি সে পরবর্তীতে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে একটি বারও কলম ধরে নি। সে এতটাই অনুতপ্ত ছিল যে, পরবর্তীতে সে খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস, মসীহ্র ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল। অবশেষে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখে সে "নূর আফশাঁ" নামক পত্রিকাতে এই ঘোষণা দেয় যে, আমি খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত 'পুত্রত্ব' ও 'ঈশ্বরত্ব' মতবাদে একমত নই। আর তার ভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর আনওয়ারুল ইসলামের ২ ও ৩ নম্বর পৃষ্ঠাতে প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত অংশ "সত্যের পানে প্রত্যাবর্তনের" শর্তকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে পনের মাস সময়সীমার ভিতরে মৃত্যুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল অন্যদিকে খৃষ্টানরা এই ঘটনাকে মিথ্যা বিজয় ভেবে জয়ঢাক বাজাতে শুরু করল। সভা সম্মেলন আর হৈ চৈ আরম্ভ করল। এই পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার কাছ থেকে ইলহাম লাভ করে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আব্দুল্লাহ্ আথমকে এক হাজার টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করে মুবাহালার চ্যালেঞ্জের আহ্বান করলেন। *(আনওয়ারুল ইসলাম পৃষ্ঠা:৬)*

এরপর আব্দুল্লাহ্ আথম এই আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তাই তিনি (আ.) অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করেন। আব্দুল্লাহ্ আথমের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সৎ সাহস ছিল না, আবার তওবাও করে নি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ দিলেন যাতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তিনগুণ করেন এবং তাকে স্পষ্ট নিদর্শনের জন্য কসম খাওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম এই চ্যালেঞ্জে দু'টি কারণ দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। প্রথমত: তার ধর্মে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ আর দ্বিতীয়ত: এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মেয়াদে তিনি ভয় পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব এবং প্রতাপে নয় বরং খুন হওয়ার আশঙ্কাতে।

তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ভিন্ন বিজ্ঞাপনে কারণ দু'টি উল্লেখ করে অর্থের পরিমাণ চার গুণ করেন এবং বলেন, খৃষ্টানরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে খোদার কসম খাবে না। কেননা সে নিজে খুব ভাল করে জানে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আর সে কসম খেলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশও পূর্ণ হবে। খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত অমোঘ। *(বিজ্ঞাপন, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৫)*

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জের বিপরীতে আব্দুল্লাহ্ আথম ধারাবাহিক মৌনতা অবলম্বনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সত্যের পানে প্রত্যাবর্তন করেছিল। প্রকাশ্যে মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তনের কথা স্বীকার করে নি তাই আল্লাহ্ তা'লা অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন নি। আর সত্য গোপনের অপরাধে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত মাসের ভিতরে ২৬ জুলাই ১৮৯৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের বিজয় এবং খৃষ্টীয় ধর্মের পরাজয় জগতের সামনে প্রতীয়মান হলো।

উল্লেখ্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যের পানে প্রত্যাবর্তনের সাথে শর্তযুক্ত ছিল। তাই যতদিন সে এই শর্তে উল্লেখিত সময়সীমাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে ততদিন পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আর এই সময়ে যতদিন সে জীবিত ছিল কার্যতঃ যেন এক নরকেই বসবাস করছিল কিন্তু সত্য গোপনের অপরাধে সবশেষে ঐশী শাস্তি থেকে সে পরিত্রাণ পায় নি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে।

ড. জন আলেকজান্ডার ডুই:

আলেকজান্ডার ডুই ছিল আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ মানুষ। সে মূলতঃ অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ছিল; পরবর্তীতে আমেরিকাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯২ সনে ধর্মীয় বক্তৃতা দেয়া আরম্ভ করে আর সে এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সে বিনা ঔষধে মানুষকে সুস্থ্য করতে পারে।

১৯০১ সালে সে দাবী করে যে, সে মসীহ্র (ঈসা) দ্বিতীয় আগমণের জন্য এলিয়া স্বরূপ। এই দাবীর ফলে তার অনেক জাগতিক উন্নতি হয়। সে জমি ক্রয় করে, তাতে **'জিয়ন সিটি'** নামে একটি শহর গড়ে তোলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার ভক্তের সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যায়। ১৯০২ সনে সে তার স্বভাবসুলভ আচরণ হিসেবে প্রচার করে যে, যদি মুসলমানগণ খিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এই ঘোষণার সংবাদ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি (আ.) ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা প্রকাশের জন্য কোটি-কোটি মানুষের জীবন নেয়ার প্রয়োজন কি? আমি খোদার পক্ষ থেকে

প্রেরিত মসীহ। আমার সঙ্গে মোবাহালা (ধর্মীয় প্রার্থনা-যুদ্ধ) করে দেখ। ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৩ সালের শেষ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার প্রিন্ট মিডিয়াতে এটি ছিল তুমুল আলোচিত বিষয়। কমপক্ষে ২০-২৫ লক্ষ মানুষ এই মোবাহালা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকবে।

ডুই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামের উপরে ভয়াবহ আক্রমণ করা আরম্ভ করে। ১৯০৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সে এই সংবাদ ছাপে যে, 'আমি খোদার কাছে দোয়া করি যেন সেদিন অতি শীঘ্রই আসে যখন ইসলাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটে যাবে; হে খোদা তুমি ইসলামকে ধ্বংস কর।' তার এ ধৃষ্টতা লক্ষ্য করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'ডুই এবং পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ' বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন, 'ডুইকে আমি পূর্বেও মোবাহালার আহ্বান জানিয়েছিলাম; কিন্তু সে এখনো এর কোন উত্তর দেয় নি; তাই আজ থেকে তাকে উত্তরের জন্য সাত মাস সময় দেয়া হচ্ছে।' ইউরোপ ও আমেরিকার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ খবরের কাগজগুলোতে এই বিজ্ঞাপনের সারসংক্ষেপ ফলাও করে ছাপা হয়। যেমন, গ্লাসগো হেরাল্ড, আমেরিকার নিউইয়র্ক কমার্শিয়াল এডভারটাইজার এই খবর ছেপেছে। আর এই বিজ্ঞাপন যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন ডুই এর বৃহস্পতি ছিল তুঙ্গে। এককথায় স্বাস্থ্য, সম্পদ, দলীয়-শক্তি ও ক্ষমতা -এই চার ক্ষেত্রেই তার ছিল প্রাচুর্য্য।

মানুষ কখনো কখনো অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। ডুই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করেও ঠিক তাই করলো। সে চিন্তা করে নি যে, হযরত আকদাস পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিয়েছেন, যদি সে ইঙ্গিতেও আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তাহলে সে আক্ষেপের সঙ্গে আমার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হবে। এদিকে ডুই হযরত সাহেবকে (আ.) উল্টো 'কীট' আখ্যায়িত করে বলে, 'যদি আমি তার উপর পা রাখি তাহলে তাকে পিষ্ট করে দিতে পারি'- একথা বলে সে মূলত তার ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করে। আর সে যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তাই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিরুদ্ধে লেখালেখি স্থগিত করে

وَانْتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

(সূরা আস সাজদা : ৩১)

ঐশী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে খোদা তা'লা সেই পা বিকল করে দেন যা সে তাঁর উপর রেখে তাঁকে পিষ্ট করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। মসীহ্র উপর পা রাখবে বলে যে স্পর্ধা দেখিয়েছিল তা ছিল সুদূর পরাহত। তার পা মাটিতে রাখারও যোগ্য ছিল না। অর্থাৎ সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। কিছু দিন পর উপশম হল ঠিকই কিন্তু দু'মাস পর ১৯শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় আঘাতে তার অবশিষ্ট শক্তিও ধ্বংস হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে চিকিৎসার জন্য সে দূর দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে।

যেসব বিষয়ে সে অহঙ্কার দেখিয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেই ঐশী ক্রোধ তাকে নীচ ও হীন প্রতীয়মান করেছে। অসুস্থ্য হয়ে শহর ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি তার ভক্তদের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। ক্রমেই থলের বিড়াল বের হতে থাকে। তার চলে যাওয়ার পর তারা তার গোপন কক্ষ থেকে মদের বোতল উদ্ধার করে, অথচ সে তার ভক্তদেরকে কঠোরভাবে মদ্যপান থেকে বারণ করতো, এমনকি ধূমপান থেকেও। তার স্ত্রী বলে, আমি চরম অভাবের যুগেও তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম; কিন্তু এটি দেখে আমি খুবই মর্মাহত হলাম যে, সে এক সম্পদশালী বৃদ্ধাকে বিয়ে করার জন্য একাধিক বিয়ে করা বৈধ বলে নতুন কথা ঘোষণা করছে। সত্যিকার অর্থে, এর মূলে রয়েছে তার বিয়ের বাসনা। পরবর্তীতে এটিও প্রকাশ পেল যে, সে শহরের কয়েকজন যুবতীকে গোপনে লক্ষাধিক টাকার উপঢৌকন দিয়েছে। তখন তারই সংগঠন তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে।

ডুই এ সকল আপত্তি খণ্ডন করতে পারে নি। এদিকে বিক্ষুব্ধ ভক্ত তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ডুই মামলা করে ব্যর্থ হয়, রোগের কষ্ট বেড়ে যায়; আর এসব কিছু সইতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়। একদিন তার কয়েকজন ভক্ত তার বক্তৃতা শুনতে এসে দেখে যে, তার সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। সে তাদের বলে যে, এর নাম 'জীরি', সে সারা রাত শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সে যুদ্ধে তার জেনারেল মারা গেছে এবং সে নিজেও আহত হয়েছে। তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে পাগল হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ, **'সে আমার চোখের সামনে বড় আক্ষেপ ও দুঃখের সঙ্গে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে'**– ৮ই মার্চ ১৯০৪ সনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। মৃত্যুর সময় তার সাথে শুধু চার ব্যক্তি ছিল। সর্বসাকুল্যে তার পুঁজি ছিল চৌত্রিশ টাকার মত। পাশ্চাত্যের লোকদের জন্য এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। আমেরিকার পত্রিকা 'ডানভিল গেজেট', 'ট্রুথ সিকার' সহ আমেরিকার বস্টনের পত্রিকা 'বস্টন হেরাল্ড' এ কথা লিখেছে যে, ডুইয়ের মৃত্যুর পর ভারতীয় নবীর খ্যাতি তুঙ্গে। মোটকথা, সত্যান্বেষীদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

পণ্ডিত লেখরাম:

শুরুতেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা জরুরী যে, হিন্দুদের একটি ফিরকা বা দল হলো আর্য সমাজ। ইসলামের দুর্বল অবস্থা দেখে এই ফিরকার ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিল। লেখরাম পেশওয়ারী নামের এই ব্যক্তি ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জঘণ্য নোংরাভাষী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার তার সামনে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও সে ক্রমাগতভাবে সীমালঙ্ঘণ করে আর শুধু তাই নয় বরং সে পবিত্র কুরআনের নোংরা অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকে এবং জনমনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ উস্কে দেয়। তার মতে ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হলো মুহাম্মদ (সা.) (নাঊযুবিল্লাহ্) এবং সবচেয়ে বাজে গ্রন্থ হলো কুরআন। এই ব্যক্তি বিতর্কের সময় মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপালাপের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করতে থাকে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এ কথা বলতে থাকে যে, আমাকে নিদর্শন কেন দেখাও না? সুতরাং হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। উত্তরে তাঁকে

জানানো হয়, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে নিদর্শন হলো: তাকে অচিরেই ধ্বংস করা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপার পূর্বে তিনি লেখরামকে বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপা যদি তার জন্য কষ্টের কারণ হয়, তাহলে তা প্রকাশ করা হতে বিরতও থাকা যেতে পারে। সে উল্টো জবাবে লিখে , আপনি সানন্দে এটি প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।" অবশেষে তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই মর্মে সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ থেকে ছয় বছরের ভেতর লেখরামের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ হবে, যার পরিণাম হবে মৃত্যু। একইসঙ্গে আরবী ভাষায় এই ইলহামও ছাপেন, যার অর্থ এমন যে, **"এই ব্যক্তি সামেরীয় গোবৎস তুল্য এক বাছুর যা অর্থহীন চিৎকার করে; তার ভেতর আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই। এর উপর এক শাস্তি অবতীর্ণ হবে।"** (তাযকিরা পৃ: ২২৯, চতুর্থ সংস্করণ)

এরপর তিনি (আ.) লিখেছেন, "এখন আমি সকল ধর্মের প্রত্যেক ফির্কার সামনে প্রকাশ করতে চাই যে, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ থেকে ছয় বছরের মধ্যে যদি সাধারণ রোগব্যাধি হতে ভিন্ন অলৌকিক কোন শাস্তি অবতীর্ণ না হয়, আর তা যদি ঐশী ত্রাস নিজের ভিতর না রাখে, তাহলে ধরে নিও, আমি খোদার পক্ষ থেকে নই। এর কিছুকাল পর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন, যাতে এই ব্যক্তির ধ্বংস সম্পর্কে সমধিক ব্যাখ্যা ছিল। তিনি (আ.) বলেন-

"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি একটি ঈদের দিন দেখবে, আর সেই দিনটি ঈদের দিনের সঙ্গে সন্নিবেশিত হবে।" এভাবে তিনি (আ.) **'কিরামাতুস সাদেকীন', 'বারাকাতুদ্ দোয়া', 'আয়ানায়ে কামালাতে ইসলাম'** পুস্তকসমূহে ক্রমাগতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতে থাকেন। যেখানে তাঁকে স্পষ্ট সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, (১) এই শাস্তির পরিণাম হবে মৃত্যু। (২) আর তা হবে ৬ (ছয়) বছরের ভেতর। (৩) দিনটি ঈদের দিনের সঙ্গে সন্নিবেশিত হবে অর্থাৎ, ঈদের পূর্বের বা পরের দিন হবে। (৪) তার সঙ্গে সেই ব্যবহারই করা হবে যা সামিরীর বাছুরের সাথে করা হয়েছিল, তাহলো বাছুরকে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (৫) তার ধ্বংসের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যার চোখ রক্তিম। (৬) সে মহানবী (সা.)-এর তরবারিতে টুকরো টুকরো হবে। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচ বছর পরে ঈদুল ফিতরের দিন যা জুমু'আর দিন ছিল তার পরবর্তী দিন অর্থাৎ শনিবার আসরের সময় লেখরাম অজ্ঞাত ব্যক্তির ধারালো খঞ্জরের আঘাতে গুরুতর আহত হয় এবং মারা যায়।

ইলহামে যেভাবে বলা হয়েছিল বাস্তবেও হুবহু তাই ঘটেছে। দিন-ক্ষণ, লক্ষণাবলি আগাগোড়া সবকিছু সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। যেন জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন। ইলহামগুলোতে উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ই পরিপূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন তার অবস্থা সামেরীয় গোবৎস তুল্য হবে। সত্যিকার অর্থে যেভাবে সামিরীর গোবৎসকে শনিবারে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, তাকেও শনিবারেই টুকরো টুকরো করা হয়, তারপর ছাই নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে লেখরামও হিন্দু রীতি অনুযায়ী প্রথমে তাকে চিতায় পোড়ানো হয়, পরে তার ছাই নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তার খুন হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ:

এক ব্যক্তি তার কাছে আসে যার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তার চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছিল। সে লেখরামকে বলে যে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে চায়। মানুষের শত বারণ সত্ত্বেও লেখরাম তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়। সে তাকে আর্য ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ঘটনাক্রমে সে-দিনটিকেই নির্ধারণ করে যে দিন এই ঘটনা ঘটে, আর তা ছিল শনিবার। ঘটনার সময় লেখরাম কিছু একটা লিখছিল। সে সেই অপরিচীত ব্যক্তিকে কোন বই দিতে বললে, সে ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করছিল যে, সে বই আনছে, কিন্তু কাছে আসতেই সে লেখরামের পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়, আর তা বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ঝাঁকুনি দেয় যেন অন্ত্র কেটে যায়।

লেখরামের নিকটাত্মীয়দের বিবরণ অনুযায়ী এরপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়। লেখরাম ঘরের উপরের তলায় ছিল। আর নিচে দরজার কাছে তখন অনেক মানুষ সমবেত হয়; কিন্তু কেউ ঘাতককে নিচে নামতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয় নি। লেখরামের স্ত্রী ও তার মায়ের বিশ্বাস এটিই ছিল যে, সে ঘরের ভেতরেই আছে।

কিন্তু, তাৎক্ষণিকভাবে তল্লাশী চালানো সত্ত্বেও তাকে কেউ খুঁজে পায় নি। মোটকথা, লেখরাম চরম দু:খজনক শাস্তির শিকার হয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তাকে নিয়ে অপলাপকারীদের জন্য এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

এছাড়া আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী, যুলফিকার আলী ভুট্টু, জিয়াউল হক্ব প্রমুখ যারা মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর জামা'তের বিরোধী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, আর তাঁর জামাতকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল উল্টো তারাই পরিশেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

صاف دل کی کثرت اعجاز کی حاجت نہیں
اک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار

ভুরি ভুরি দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই স্বচ্ছ হৃদয়ের খোদাভীতি থাকলে একটি নিদর্শনই যথেষ্ট!

এই বিষয়গুলো যেভাবে সত্যান্বেষীদের জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার উপকরণ, একইভাবে আহমদীদের জন্যও জ্ঞানচর্চা এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ। তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে নিজ নিজ স্থান থেকে ইতিহাসের এ সমস্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন। (আমিন)